দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

# গ্রামাঞ্চলের জ্বালানি প্রসারে সৌর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়ার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সৌর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়ার দাবি জানিয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয়। গতকাল শনিবার এক সভায় প্রতিষ্ঠানটির গবেষক ড. মাহফুজ কবীর বলেছেন, শহরাঞ্চলে যেখানে ৬/৭ টাকায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ পাচ্ছেন ভোক্তারা সেখানে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষরা পাচ্ছেন অন্তত ৩০ টাকা খরচ করে। অর্থাৎ দরিদ্রদের তুলনায় ধনীরাই কম দামে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। এটা দরিদ্রদের প্রতি বৈষম্য। এ বৈষম্য কমাতে সৌর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়া দরকার। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষরা যেন সৌর বিদ্যুৎ নিতে পারে সেজন্য তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করেন তিনি। উন্নয়ন অন্বেষণ আয়োজিত 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও: এডভোকেসি ম্যাসেজ অন এগ্রিকালচার, এনার্জি এন্ড ওয়াটার' শীর্ষক এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ড. মাহফুজ কবীর আরো বলেন, দরিদ্রদের উপর বেশি খরচের জ্বালানি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি সরকারের ভাবা উচিত। আর গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য বর্তমানে বড় একটি উদ্বেগের বিষয় হলো ধানের দাম কম পাওয়া। অনেক দিন ধরেই কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। তারপরও নানা কারণে তারা ধান উৎপাদন করেই যাচ্ছেন। সরকার দেখছে যেহেতু ধানের উৎপাদন কমছে না তাই তারাও এ বিষয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হচ্ছে না। এ অবস্থায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিংসহ নানা উপায় বের করে ন্যায্য মূল্যে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উন্নয়ন অন্বেষণের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর শাহীন উল আলমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জ্বালানি বিষয়ক পাক্ষিক এনার্জি এ্যান্ড পাওয়ার-এর এডিটর মোল্লা আমজাদ হোসেন, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর প্ল্যানিং এডিটর আসজাদুল কিবরিয়াসহ আরো অনেকে। সভায় একটি উন্নয়ন সমন্বয়ের একটি গবেষণা উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে দুইটি বেসিন (গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র) সংলগ্ন চারটি উপজেলা (কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, শিবগঞ্জ ও গোদাগাড়ি) নিয়ে এ গবেষণা করা হয়েছে। যেখানে কৃষি, জ্বালানি ও পানির টেকসই ব্যবহারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এ অঞ্চলে পানি নির্ভর ফসল বেশি উৎপাদন করা হচ্ছে, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, এখানে সার প্রয়োগের খরচ বেশি, নতুন জাতের শস্য সম্পর্কে মানুষের তথ্যের অভাব রয়েছে, নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং কৃষক তার ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হঠ্যাৎ বন্যার সমস্যা রয়েছে। এ অবস্থায় পরিকল্পিতভাবে বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে।

## উন্নয়ন সমন্বয়ের সভায় বক্তারা

জমিতে সেচের জন্য পরিকল্পিতভাবে পাইপলাইন করতে হবে। পানির অপচয় কমাতে হবে। কৃষি অধিদপ্তরের পাশাপাশি এনজিও ও পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সঠিক কৃষক তালিকা করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সরাসরি কৃষক পর্যায়ে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, সরকার ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি করলেও এর কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বৃষ্টির পানির ব্যবহার বাড়াতে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসঙ্গে গবেষণায় বলা হয়েছে, সরকারি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে। গ্রীষ্মকালে সেচকাজে বিদ্যুতের অপ্রাপ্যতা রয়েছে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। আর সোলার প্রযুক্তি নির্ভর বড় বড় শিল্প কারখানাগুলোকে সহজ শর্তে ঋণের সুযোগ দেয়া দরকার।